DECLARATION

I, Ruksana Begum Laskar, bearing Registration No. Ph.D/1529/11 dated 19.09.2011, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "**Bohukhande Binyastha Atmajaibanik Upadan Samppanna Upanyas : Samaj Tattik O Nandanik Bishleshan**" **(Multi-Volumed Novel With Autobiographical Elements : A Socio Aesthetic Analysis)** is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any University/Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Place : Assam University, Silchar **(Ruksana Begum Laskar)**

Date : Candidate

প্রাককথন

আজ তত্ত্বজিজ্ঞাসার যুগে পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের দৌলতে গল্প, উপন্যাস, নাটক কোনো কিছুই যথাপ্রাপ্ত মূল্যে স্বীকৃত হয় না। মানুষের জীবনের কাহিনি, জীবন সংঘাত বা বলা শ্রেয় মানব-জীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সামগ্রিক একটি তাৎপর্যমূলক রূপরেখার বা প্রতিচ্ছবির বাহক উপন্যাস। আধুনিক যুগে উপন্যাসের জন্ম ও ক্রমোন্নতি; যে-যুগে শুধু মানুষ এবং মানব জীবনের বাস্তব কাহিনি বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাহিত্যে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে তখন থেকেই সময়ের অব্যাহত গতিতে নতুন নতুন ভাবে ও রূপে উপন্যাসের পথও প্রশস্ত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণে উপন্যাসকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, মহাকাব্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণে 'আত্মজৈবনিক' উপন্যাসের একটি রূপও লক্ষ করা যায়। কোনো পাঠকৃতিই যেহেতু আজ আর যথাপ্রাপ্ত নয়, পাঠক প্রতিক্রিয়ার উপরই তার যথার্থতা এবং সার্থকতার পথ প্রশস্ত হয়। তাই 'আত্মজৈবনিক' অভিধায় অভিহিত উপন্যাস পাঠের প্রতিক্রিয়ায় তার বিষয়, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য কী, কেনই বা এটা আত্মজীবনী না হয়ে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের অভিধায় অভিহিত হল প্রভৃতি জিজ্ঞাসায়, এই বিষয়টির সার্বিক একটা স্বরূপ উন্মোচনের জন্যই বিষয়টিকে অভিসন্দর্ভের অন্তর্গত করা হয়েছে। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, জীবন শুধুই তত্ত্ব নয়। কিন্তু তত্ত্বের নিরিখে যখন জীবনকে পুনরায় দেখি, তখন একটা নির্দিষ্ট স্বরূপ তার মধ্যে উদ্ঘাটন করা যায়। তাই তত্ত্বের নিরিখেই এই অভিসন্দর্ভের বিষয়টিকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজটি আজ আপাতভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজটি করার সময়ে বিভিন্ন জনের সহযোগিতা ও অবদানের ফলেই আজ তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। যাদের অনুপ্রেরণা, সাহচর্য, আশীর্বাদ ও ভালবাসা প্রতিকূল পথে আমার সাহস যোগাতে সহায়তা করেছে, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অন্তরের দু-এক কথা বলা ছাড়া প্রতিদান স্বরূপ দেওয়ার কিছুই নেই।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনে এবং কাজটি করার সময় অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছি এবং শিখেছি প্রতিমুহূর্তে দু'জনের কাছে। একজন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. রামী চক্রবর্তী।

যিনি সহস্র ক্লান্তির মধ্যেও আন্তরিকভাবে, স্নেহপূর্ণ শাসনে, উপদেশে, সূক্ষ্ম-আলোচনায় আমার সমস্ত ত্রুটিকে সংশোধন করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর স্যার অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, যিনি উদারচিত্তে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। জ্ঞানদীপ্ত গভীর আলোচনায় তত্ত্বগত ধ্যান-ধারণায় তাত্ত্বিক চিন্তাসূত্রগুলিকে ধরিয়ে দিয়েছেন অতি প্রাঞ্জল ভাষায়। তাদের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান বিভাগীয় প্রধান বেলা দাস ম্যাডাম ও তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী স্যারকে। যাদের সৌজন্য ও সাহায্য পেয়েছি সময়ে সময়ে। আর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কলেজ জীবনের ম্যাডাম ড. মমতা চক্রবর্তীকে।

সুখে-দুঃখে যে পারিবারিক সান্নিধ্য জীবনে স্বাচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে দিয়েছে, যাদের অনুপ্রেরণা ও ভালবাসায় সমস্ত বাধা পেরিয়ে যেতে পেরেছি, তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। সর্বপ্রথমে মা নবারুন বেগম লস্কর এবং আব্বা মিজাজুর রহমান লস্কর, যারা আর্থিক অসচ্ছলতা, অভাব-অনটন অগ্রাহ্য করে উচ্চশিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আজ আমার সমস্ত সার্থকতা তাঁদের করকমলে নিবেদন করছি। ভাই পারভেজ, বোন রুবিনা, দিদি বিলকিছ, দুলাভাই মাজহারুল ইসলাম বড়ভূইয়া, বোনঝি মেহের, মামা আব্দুল কুদ্দুস লস্কর, মামী মিনু, ভাই-বোন-ইয়াসিনা, ইনজামুল, ইব্‌তেশ্যাম,জিনাত, বন্ধু ইকবাল কাছিম চৌধুরী, কাকু আজিম উদ্দিন লস্কর, বান্ধবী রমিনা তালুকদার, মরিয়ম দিদি, আশিয়া দিদি — সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা।

গবেষণা কাজে কলকাতা থেকে বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে একান্তভাবে সহায়তা পেয়েছি সম্পাদি, রফিক, মইদুলের। সহাধ্যায়ী প্রলয় ও সুদীপ সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।

কলকাতা লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্তকে জানাই কৃতজ্ঞতা। যিনি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা-সংগ্রহগুলো দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। এবং শিলচর সানগ্রাফিক্‌স প্রেস-এর সর্বাণীদি ও কর্ণধার পুণ্যপ্রিয় চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার অবদানেই আজ আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে এবং আমার পিএইচ, ডি-এর স্বপ্নপূরণ সার্থক হয়েছে। তাই অগ্রজদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। বন্ধু ও অনুজদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা জানাই। আর রইল সহযোগী প্রত্যেকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা।

স্থান : গোবিন্দপুর, শিলচর ***রুকসানা বেগম লস্কর***

তারিখ : ১৭.৭.২০১৫

অধ্যায় বিভাজন

ভূমিকা	:		১-৬
প্রথম অধ্যায়	:	উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা : বিষয়বিন্যাস ও শৈলীগত বৈচিত্র	৭-৩২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বহুখণ্ডযুক্ত আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপ	৩৩-৫৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের জীবনকথা ও সাহিত্যকৃতি	৫৮-৯২
চতুর্থ অধ্যায়	:	শ্রীকান্ত : আত্মজীবনীর উপন্যাসায়ন	৯৩-১৪৫
পঞ্চম অধ্যায়	:	ত্রিদিবা : অভিজ্ঞতার বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব	১৪৬-২০২
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	অন্তঃশীলা–আবর্ত–মোহনা : ভাবাদর্শের প্রতিসন্দর্ভ	২০৩-২৫৭
সপ্তম অধ্যায়	:	আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার দ্বৈতাদ্বৈত	২৫৮-২৭৩
উপসংহার	:		২৭৪-২৮০
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৮১-২৯৬

ভূমিকা

সাহিত্য শাখা হিসেবে উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক পর্ব বিভাজনে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের একটি রূপ আমরা অবলোকন করি। যে-কোনো বিষয়কে স্বতন্ত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তাকে কিছুটা শর্ত রক্ষা করতে হয়। যেখানে তার নিজস্ব কিছু ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যে কিছু বিচিত্রতা ও নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। তা যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেও। উপন্যাসে একটা সময় আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ধারা লক্ষ করা গেল। উপন্যাস মানবজীবনেরই সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু যখন এটা আত্মজীবন বা আত্মজৈবনিক উপকরণকে আধার করে, তখন তা নতুন রূপ-রীতি এবং অভিধায় অভিহিত হয়। তখন নানা বিতর্কমূলক আলোচনা-সমালোচনায় প্রশ্ন জাগে, কেন এটা শুধু লেখকের আত্মজীবনী বা উপন্যাস না হয়ে, 'আত্মজৈবনিক' উপন্যাসের রূপ লাভ করল। মূলত লেখকের নৈতিক কোনো উদ্দেশ্য সন্নিহিত আছে কিনা! আত্মজীবনের উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক শৈল্পিক মেলবন্ধনে তার নতুন রূপ-রীতি বা উপস্থাপন কৌশলে কোন ধরনের শৈলীগত বৈচিত্র স্পষ্ট হল। বা এটা শুধু ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে আত্মজীবনেরই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন, না ঔপন্যাসিক শর্তে ও ধর্মে সামগ্রিক দেশ-কাল-সমাজ-সময়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হল সমাজতাত্ত্বিক দর্শন। এবং লেখকের রচনানৈপুণ্যে, শৈল্পিক মূল্যবোধে রস-যোজনায়, বাস্তব ও কল্পনার সাযুজ্যে নান্দনিক তাৎপর্য কতটুকু সার্থকতা পেল। এবং আত্মজীবনের উপকরণ ও জীবনদর্শনের রূপান্তরিত রূপ পাঠকৃতিতে কীভাবে একটি নতুন রূপ নিল। এই জীবন অভিব্যক্তি তত্ত্বগত আলোচনার নিরিখে কোন নতুন তাৎপর্য স্পষ্ট করল আমাদের কাছে। এরই ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এই সন্দর্ভের বিষয়বস্তু।

এই আলোচনায় তিনজন সাহিত্যিকের উপন্যাস নির্বাচন করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার-পর্বের অখণ্ড প্রতিবেদন 'শ্রীকান্ত', গোপাল হালদারের ত্রয়ী 'ত্রিদিবা' অর্থাৎ 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহানা'।

সমালোচকের কথায়, 'এক অর্থে সব শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই আত্মজৈবনিক'। বা আত্মজীবনের উপকরণ খুঁজলে, এই ধারায় বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ আরও অনেকের প্রতিবেদন প্রযোজ্য মনে হয়। কিন্তু এই তিনজনই নির্বাচিত হলেন কেন। প্রথমত উল্লেখ করি, এখানে প্রতিবেদন বা ঔপন্যাসিকদের ধারাবাহিকতাকে নয়, বরং আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের রচনা-রীতি বা শৈলীগত বিচিত্রতা, এবং খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত তার ধর্ম কেন রক্ষিত হয়, তার স্বরূপ সন্ধানই মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন তত্ত্বের নিরিখে কীভাবে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন নতুন তাৎপর্য স্পষ্ট হল তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার একটা প্রবণতা। তৃতীয়ত ব্যক্তিগত জীবনে তিনজন সাহিত্যিকের সত্তার বিশেষ রূপটিও বিচিত্র পথকে নির্দেশ করে। যেহেতু এটা আত্মজীবনের ঔপন্যাসিকরণ প্রক্রিয়ার শৈল্পিক প্রতিবেদন তাই তাদের সত্তা ও বিষয়বস্তু বিচিত্ররূপেই ধরা যায়। চতুর্থত মানবদরদী, বিশেষত নারীদরদী সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম আত্মজৈবনিক উপাদানকে গ্রহণ করে, নিজের জীবন অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একদিকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ এবং অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেশিত সাধারণের সমাজ আলেখ্য ফুটে উঠেছে। আত্মজৈবনিক রীতিতে তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনা করলেন।

গোপাল হালদার যিনি ধ্যানে-জ্ঞানে, মননে, বিচার-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় সম্পূর্ণতই রাজনৈতিক সত্তা। যার চেতনাই গড়ে উঠেছিল দেশ ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। তাই ত্রিশের দশকে উপনিবেশ উৎখাত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্ব এবং স্বাধীন ভারত অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে আধাররূপে ধারণ করেছিল। এখানে তিনি সংগ্রামী, বিপ্লবী জীবনের আখ্যান প্রস্তুত করলেন নিজের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা ও আত্মজীবনের উপাদানকে কেন্দ্র করে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ত্রিশের দশকের একজন বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব। যিনি সমাজ, দেশ, শিক্ষা-জ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি এবং প্রতীত বিশ্বাসকেও যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতেন এবং সর্বক্ষেত্রেই অন্তঃসারশূন্যতাকে নস্যাৎ করতে তৎপর থাকতেন। দৃঢ়চিত্তে প্রখর জ্ঞানে সর্বক্ষেত্রে মৌলিকতা এবং স্বতন্ত্রতার প্রকাশ চাইতেন এবং করতেনও। তাই ভাববাদী সাহিত্যের বিপ্রতীপে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠীর মধ্যেও যখন তিনি প্রকৃত সাহিত্য রচনা বা মৌলিকত্ব খুঁজে পেলেন না তখনই বিশ্বসাহিত্যের সাযুজ্যে নিজস্ব পদ্ধতির নব্যরীতির এবং বিষয়বিন্যাসের সমাহারে একটি 'প্রতিসন্দর্ভ'

(counter-discourse) তৈরি করে উপস্থাপন করলেন সচেতন বৌদ্ধিক পাঠকমহলে। যা চিত্তবিনোদনের জন্য নয় বরং মৌলিকতা সন্ধান এবং পাঠককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলারও কিছুটা উদ্দেশ্য। এখানে আত্মজীবনের উপকরণ বলতে অনুভব করা যায় খগেনবাবু নামক চরিত্রের বৌদ্ধিক সত্তাটির মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের বৌদ্ধিক সত্তাটিকে। এবং একজন বুদ্ধিজীবীর আত্মম্ভরী বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল অতিক্রমের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সমাজ এবং সময়ের পরিব্যাপ্তি ঘটেছে। আত্মম্ভরী ব্যক্তিজীবন থেকে সামগ্রিক শ্রেণি-চেতনায় উত্তরণই পুরুষার্থের মূল। এই বক্তব্যটিও স্পষ্ট করেছেন লেখক এবং একক জীবন সমগ্রের সঙ্গে অন্বিত হয়েই সার্থকতা পায় এরই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর ত্রয়ীতে।

আত্মজৈবনিক উপাদান বলতে শুধু যে আত্মজীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি বা বিবরণ নয়। বরং কখনও পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অর্জিত জীবন ও সমাজের সম্পৃক্ত সারসত্য উদ্ঘাটনই এর উপাদান হতে পারে। যেমন শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বোহেমিয়ান জীবনের উপাদান আধার করে সৃষ্ট তাঁর মানস সত্তার বাহক চরিত্র শ্রীকান্ত। আবার জীবনের তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তাৎপর্যকে উপাদান করে লেখকের বাস্তবিক সত্তাটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেমন গোপাল হালদারের প্রতিসত্তা 'ত্রিদিবা' এর অমিত চরিত্র। শ্রীকান্ত বা অমিত চরিত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও চরিত্রের ছায়াঞ্চলে লেখক সত্তাকে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবু চরিত্রে খুব সন্তর্পণে আত্মগোপন করেছেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনা এবং ভাবাদর্শই মন ধার নেওয়া খগেনবাবু বহন করেছেন মাত্র। কারণ বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাই ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনের প্রথম ও একমাত্র পরিচয়। তাঁর দুটি ডায়েরি 'ঝিলিমিলি' এবং 'মনে এলো'-তেও ব্যক্তিজীবনের ঘটনা নয় বরং বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনা এবং সমালোচনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বৌদ্ধিক সত্তা ও চিন্তা-চেতনাই আত্মজীবনের উপকরণ হিসেবে রূপ লাভ করেছে। আর আত্মজীবনের উপাদান শুধু ঘটনা নয়। সেটা ব্যক্তিত্ব ভেদে বিভিন্ন রূপে, আকারে-ইঙ্গিতে, জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস রূপেও ধরা দিতে পারে। এই কথা স্পষ্ট করতেই তিন মার্গের তিনজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক প্রতিবেদনকে নির্বাচন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের বিষয়টিকে মূল ভাবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা : বিষয়বিন্যাস ও শৈলীগত বৈচিত্র। এই অধ্যায়ে

মূলত উপন্যাসের সূচনা থেকে ক্রমবিবর্তিত সময় ও সমাজে তার বিষয়বিন্যাস ধাপে ধাপে যে পরিবর্তিত হয়ে আসছে তার সংক্ষিপ্ত একটি ধারাবাহিকতা আলোচিত হয়েছে। এবং বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ধর্মে, বৈশিষ্ট্যে তার রচনাশৈলীর নানামাত্রিক প্রকাশকে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বহুখণ্ডযুক্ত আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপ। এখানে আলোচিত হয়েছে বহুখণ্ডযুক্ত (Multivolumed) উপন্যাসের তাৎপর্য, ধরন এবং বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আত্মজৈবনিক উপাদান সন্নিহিত উপন্যাসগুলোতে প্রধানত তার খণ্ডে খণ্ডে বিন্যাসের প্রবণতাকে লক্ষ করা যায়। বিস্তৃত সময় ও পরিসরের একটা ভাবকে সম্প্রসারিত করতেই এর খণ্ডে-খণ্ডে বিন্যস্ত পর্বগুলো স্বতন্ত্র হয়েও মূলত একটি বক্তব্যের মূল ভাবকেই প্রসারিত করে। এবং লেখকের বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ও উপাদানসমূহ মূলত এখানে তৈরি হয় ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ার (novelisation) আধারে। তাই গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের পরিশীলিত ধারায় ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপ ঘটেই তা শৈল্পিক সৌন্দর্যে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের জীবনকথা ও সাহিত্যকৃতি। এই অধ্যায়ে বিশেষত নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং সাহিত্য-রচনায় অর্জিত কৃতিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কারণ যেহেতু এটাকে আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসরূপে অভিহিত করা হয়েছে। তাই লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনে হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তকে একটু জেনে নেওয়ার প্রয়োজন বোধেই এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : শ্রীকান্ত : আত্মজীবনীর উপন্যাসায়ন। এই অধ্যায়ে একটি আত্মজীবনের উপকরণে কীভাবে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ এই উপন্যাসায়ন (novelisation) প্রক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আধারে পরিলক্ষিত হয়, উপন্যাসীকরণের মধ্যে ঘটে যাওয়া জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধনকে। এই প্রক্রিয়ার মূল ভাববীজ নিহিত চিহ্নায়কের সামাজিক বহুস্বরিকতায়। বাস্তবের আধারিত বিষয়বস্তুতে লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং সাহিত্যের প্রাথমিক শর্তে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজনের মাধ্যমে লেখককে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়। কারণ কল্পনার নান্দনিক উপলব্ধি ছাড়া উপন্যাসীকরণ সম্ভব নয়। উপন্যাসতাত্ত্বিক বাখতিন novelisation বা উপন্যাসীকরণের মূল আধার রূপে চিহ্নিত করেছিলেন

জীবনের রূপান্তরিত রূপকে। লেখক নিজের বুদ্ধি-যুক্তি-চেতনা দিয়ে বহির্বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করেন অন্তর্লীন বিশুদ্ধীকরণের (Filtering) মাধ্যমে। আর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মূল নির্যাসটুকুই তুলে ধরেন তাঁর পরোক্ষ বাচনে। উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ায় তাই ঘটে। শ্রীকান্তের বিষয়বস্তুর মূল তাৎপর্যে ফুটে উঠেছে লেখক শরৎচন্দ্রেরই জীবনের চারিত্রিক অভিব্যক্তি। বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণে, আলোচনায় এটা শরৎচন্দ্রেরই জীবনভাষ্য রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটা তো আত্মজীবনী নয়। পাঠকের কাছে সাহিত্যিক এটাকে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন রূপেই উপস্থাপিত করেছিলেন। তাই আত্মজীবনের উপাদান সন্নিহিত জীবনভাষ্যের মধ্যে তত্ত্বপ্রয়োগে কীভাবে উপন্যাসীকরণ (novelisation) ঘটেছে তারই বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : ত্রিদিবা : অভিজ্ঞতার বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব। এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণতই রাজনীতি সচেতন বৌদ্ধিক সত্তা গোপাল হালদারের জীবন অভিজ্ঞতায়, কীভাবে সময় ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবের চলচ্ছবি ফুটে উঠেছে তারই আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও মূলত উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়াতেই গোপাল হালদারের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক জীবনের যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল তারই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র অমিতের চৈতন্যলোকে। চিহ্নায়কের সামাজিক বহুস্বরিকতায় ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে সে হয়ে উঠেছে সমাজ, সময় ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। এই দিকগুলোই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্তঃশীলা–আবর্ত–মোহনা : ভাবাদর্শের প্রতিসন্দর্ভ। এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণরূপেই একজন বৌদ্ধিক সত্তা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস রচনার বিষয়বস্তু, ধরন এবং প্রথাকেই পাল্টে দিলেন গল্পাংশ বহির্ভূত চিন্তাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সূচনামুহূর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের হাত ধরে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে উপন্যাস, একথা সত্যি। কিন্তু ভাববাদী কল্পনাচারী আভিজাত্য থেকে উপন্যাসকে মুক্তি দিতে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠী বাস্তববাদী সাহিত্য রচনার উদ্যোগ নিয়ে ক্রান্তি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সচেতন, বৌদ্ধিক এবং প্রজ্ঞায়-মননে-ধ্যানে-ধারণায় মৌলিক চিন্তাচেতনার অধিকারী ধূর্জটিপ্রসাদ বাস্তববাদী গোষ্ঠীদের শিল্পবোধে যথার্থ শৈল্পিকতা ও মৌলিক চিন্তার অভাব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি যেন নিজের প্রতীত - বিশ্বাস ও ভাবাদর্শে উপন্যাসের

বিষয়বিন্যাস নব্যযুগে, সমাজের সঙ্গে বিশ্বশিল্পের নব্যতর রীতি অনুসরণে কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তারই একটি প্রতিসন্দর্ভ (counter-discourse) তৈরি করলেন। একদিকে তাঁর বৌদ্ধিক সত্তার, মানসিক ও চিন্তাশীল জীবনপ্রণালীর অভিব্যক্তি ঘটেছে মুখ্য চরিত্র খগেনবাবুর মাধ্যমে। তাঁর একমাত্র আত্মজৈবনিক উপকরণ রূপে ধরা যায়। সম্পূর্ণরূপে তাঁর বৌদ্ধিক সত্তাটিরই অভিব্যক্তি এখানে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ লাভ করেছে। আর এই সূক্ষ্ম দিকগুলোই এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার দ্বৈতাদ্বৈত। আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতা অর্থাৎ আত্মজীবন থেকে উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যে ভাব, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তারই আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আত্মজীবনী ও উপন্যাস শিল্প সাহিত্যের দুটি দিককে নির্দেশ করে। একদিকে স্রষ্টার অবলম্বন করা উপাদানসমূহে আত্মজীবনীর ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং অন্যদিকে শৈল্পিক মূল্যবোধে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্য কল্পনার রসাস্বাদনে উপন্যাস হয়ে ওঠে। ফলে আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ একের মধ্যে দুটি রূপ বা ভাব যা আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসেই সম্ভব। তাই তা একদিকে লেখকের আত্মজীবনকে পরিস্ফুট করে। অন্যদিকে উপন্যাস শিল্পের আধারে সামগ্রিক মানবিক জীবনের উপলব্ধির দর্শনে সমাজ নিদর্শনও হয়ে ওঠে।

আলোচ্য বিষয়টিতে ধারাবাহিকভাবে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, লেখকদের জীবনকথা আলোচিত হয়েছে। এবং আত্মজীবন নির্ভর বিষয়বিন্যাসে তত্ত্বগত প্রয়োগে উপন্যাসীকরণ (novelisation) প্রক্রিয়ায় লেখকের আত্মজীবনের বিশেষ মুহূর্ত ও বাস্তব তার আধার হয়েছে। তাই কখনও চিন্তাশীল রচনার ধরনে ত্রিশের দশকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের বাস্তবকে কেন্দ্র করে তার অন্তরতন্ত্রীতে সমান্তরালতায় লেখক গোপাল হালদার গেঁথে গেছেন অন্তর্বাস্তবের প্রতিলিপি। তা কখনও সময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনও নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে। আবার বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর মননশীল চিন্তাচেতনাকেই বিষয়বস্তু করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন। যেখানে আত্মজীবনের ঘটনার চেয়ে আত্মচেতনা এবং আত্মানুশীলনের সূত্রগুলিই গ্রথিত হয়েছে। বিশেষত প্রতিবেদনগুলো আত্মজীবনকে কেন্দ্র করে কখনও সমাজ নিদর্শন হয়ে উঠেছে। আবার কখনও দেশের উত্তাল সময়ের বাস্তবের ভিতরের অন্তর্বাস্তবকে নির্দেশ করেছে। আর চিন্তাশীল বিষয়ভাবনায়, উপন্যাস ও তার বিষয়বিন্যাস গঠনপ্রকৃতি যথার্থতা কিরূপ হওয়া উচিত তারই নিবিড় বিচার-বিশ্লেষণ এই অভিসন্দর্ভের মূল অন্বিষ্ট।